**ছায়ান্বিত '২৬ নামা**

একটি বিদায় অনুষ্ঠানের আদ্যোপান্ত

**সূচিপত্র**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **নং** | শিরোনাম | **পৃষ্ঠা** |
| **১।** | ভূমিকা |  |
| **২।** | কীভাবে শুরু |  |
| **৩।** | প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্র সভা |  |
| **৪।** | উন্মুক্ত মিটিং সমুহ… |  |
| **৫।** | নামের জন্ম! |  |
| **৬।** | ক্যাশিয়ার কে হবে? / “তোহফা এলাহী” |  |
| **৭।** | কমিটি নির্ধারণ |  |
| **৮।** | টাকা কারা তুলবে? |  |
| **৯।** | শুরু হলো প্রকৃত আয়োজন |  |
| **১০।** | ওয়েবসাইট তৈরি |  |
| **১১।** | কুপন বই তৈরি |  |
| **১২।** | ব্যানার তৈরি |  |
| **১৩।** | রিল বানানো |  |
| **১৪।** | ব্যানার কই? |  |
| **১৫।** | থিম সং |  |
| **১৬।** | এমারজেন্সি কুপন বই! |  |
| **১৭।** | “জনাব তানভীর” |  |
| **১৮।** | ফেসবুক পোস্ট ডিজাইন ও বুস্টিং |  |
| **১৯।** | স্পন্সর লিস্ট তৈরি ও স্পন্সর লেটার পাঠানো |  |
| **২০।** | স্কয়ার থেকে কল |  |
| **২১।** | সবাইকে কল দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে বলা |  |

**ভূমিকা**

প্রথমে আসি—বিদায় অনুষ্ঠান কী? আর এটি কেন করা হয়?

বিদায় অনুষ্ঠান বা বিদায় সংবর্ধনা এখন বাংলাদেশের স্কুল ও কলেজ সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি কেবল একটি রীতি নয়, বরং এটি এক আবেগঘন মুহূর্ত যেখানে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এক সূক্ষ্ম সূত্রে গাঁথা হয়ে যায়। জীবনের একটি অধ্যায় যখন শেষ হয়, তখন সেই অধ্যায়ের মানুষদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো, স্মৃতিগুলোকে গুছিয়ে রাখা, এবং নতুন পথে যাত্রার আগে শেষবারের মতো সবার মুখ দেখা—এই অনুষ্ঠান যেন সেই সব কিছুরই প্রতীক।

বিদায় অনুষ্ঠান মানেই কেবল আনন্দ নয়; এর ভেতরে থাকে এক মিশ্র অনুভূতি। একদিকে সাফল্য আর গর্ব—কারণ আমরা একটি দীর্ঘ যাত্রা শেষ করেছি। অন্যদিকে থাকে হালকা বিষণ্ণতা—কারণ যাদের সঙ্গে প্রতিদিনের হাসি, ক্লাস, পরিশ্রম, তর্ক-বিতর্ক, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, সেই মানুষগুলো থেকে আজ আমরা দূরে যেতে চলেছি। এই মুহূর্তগুলোই আমাদের জীবনের এক অমূল্য অধ্যায় হয়ে থেকে যায়।

কিন্তু একটি বিদায় অনুষ্ঠান আয়োজন করা মানে শুধু একদিনের উৎসব নয়। এটি এক বিশাল প্রক্রিয়া যার মধ্যে থাকে শত শত ছোট-বড় সিদ্ধান্ত, অসংখ্য মিটিং, রাতজাগা পরিকল্পনা, হাসির ফাঁকে ক্লান্তি, বন্ধুত্ব, দ্বন্দ্ব, ভালোবাসা। একেকজনের দায়িত্ব, কারো স্বপ্ন, আর কয়েকজনের মিলিত প্রচেষ্টা সব মিলিয়ে এটি হয়ে ওঠে এক অনন্য অভিজ্ঞতা।

“ছায়ান্বিত ’২৬ নামা” সেই অভিজ্ঞতারই দলিল। এটি কেবল একটি অনুষ্ঠানের গল্প নয়; এটি সেই সময়ের প্রতিটি অনুভূতির সাক্ষী। এখানে আছে আমাদের সংগ্রাম, একাগ্রতা, ভুল, শেখা, ও সফলতার গল্প। আমরা কীভাবে একটি স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছি, কীভাবে অনিশ্চয়তার ভেতর থেকেও নিজেদের বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রেখেছি, আর কীভাবে শেষ পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান আমাদের হৃদয়ের সবচেয়ে উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে উঠেছে, সবই এই বইয়ের পাতায় লিপিবদ্ধ থাকবে।

তাই "ছায়ান্বিত '২৬ নামা" কেবল একটি অনুষ্ঠানপঞ্জি নয়; এটি আমাদের ব্যায়িত সময়ের প্রতিফলন, আমাদের বন্ধুত্বের অমর স্মৃতি, এবং আমাদের কলেজ জীবনের এক চিরসবুজ দলিল। এই গ্রন্থের প্রতিটি পাতায় ছড়িয়ে আছে আমাদের হাসি, আমাদের কান্না, এবং সেই সব রাত যখন আমরা স্বপ্ন দেখেছি অসম্ভবের। এটি আমাদের পরিচয়, আমাদের ইতিহাস, এবং আগামীর জন্য নির্দেশনা ও উপদেশ। যখন আমরা বছরের পর বছর পর এই বইটি খুলব, তখন স্মৃতির গভীরে ডুব দিয়ে আমরা আবার সেই আনন্দময় মুহূর্তগুলোকে জীবন্ত করে তুলব। এটি শুধু একটি বই নয়, এটি আমাদের সৃষ্টি, আমাদের গর্ব, এবং আমাদের চিরকালের ভালোবাসার এক স্থায়ী সাক্ষ্য।